অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। হ্যালো মিস্টার - পাস্ট ইজ প্রেজেন্ট এ্যান্ড উইল বি ... ...।।

আলবদর প্রধান আলী আহাসান মুজাহিদ আর সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর ফাঁসি হয়েছে ২২ নভেম্বর রাত ১২:৫৫ মিনিটে। এখন ওদের ফাঁসি নিয়ে কিছু লেখা মানেই বাসি কাহিনী! তবুও মনে হয় এ নিয়ে এখনো কথা বলার আছে। ওরা বিশেষ করে সাকা যা করেছে এমনকি ফাঁসি কার্যকর করার আগ পর্যন্ত যা করেছে তাতে এক ফাঁসিতে ওর যথার্থ বিচার হয়না। বিজ্ঞ বিচারকরাও তাই স্বাবস্ত করেছেন। আর সে কারণে এই প্রথমবারের মত কোন যুদ্ধাপরাধীর বিচারে সকল অপরাধের মধ্যে চার অপরাধের প্রতিটির জন্য সাকাকে মৃত্যুদন্ডের দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৯টি অভিযোগে সাকাকে সাজা দিলেও এসবের মধ্যে আটটি অভিযোগ আপিল বিভাগে প্রমাণিত হয়েছে। এসবের মধ্যে চারটি অভিযোগে মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে গত ২৯ জুলাই রায় দেন আপিল বিভাগ। নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যা (৩ নম্বর অভিযোগ), সুলতানপুরে বণিকপাড়ায় গণহত্যা (৫ নম্বর অভিযোগ), ঊনসত্তরপাড়ায় গণহত্যা (৬ নম্বর অভিযোগ) এবং চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোজাফফর আহমেদ ও তাঁর ছেলে শেখ আলমগীরকে হত্যার (৮ নম্বর অভিযোগ) দায়ে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখা হয় সাকার। এ ছাড়া মধ্য গহিরার হিন্দুপাড়ায় গণহত্যা (২ নম্বর অভিযোগ) ও জগৎমল্লপাড়ায় গণহত্যার (৪ নম্বর অভিযোগ) দায়ে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া ২০ বছরের কারাদন্ড বহাল রাখা হয়। সাংবাদিক নিজামউদ্দিনসহ তিনজনকে নির্যাতন (১৭ নম্বর অভিযোগ) ও সালেহ উদ্দিনকে নির্যাতনের (১৮ নম্বর অভিযোগ) অপরাধে সাকার পাঁচ বছর করে কারাদন্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর সাকা চৌধুরীকে চারটি অপরাধের দায়ে মৃত্যুদন্ডসহ অন্যান্য অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়ে রায় দেন ট্রাইব্যুনাল। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেছিলেন, মানবসভ্যতার সম্মিলিত বিবেককে কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো ঘৃণ্যতম অপরাধ করেছেন এই আসামি। এ জন্য তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিল, আদালতে তাঁর আচরণ ভালো ব্যবহারের পরিচয় বহন করেনি। সাকার সেসব আচরণ সবাই জানেন এবং তার দম্ভোক্তি আর কুরুচিশীল টিকা টিপ্পনি যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বেগম জিয়া এবং বিচারকদের প্রতিও নির্লজ্জ নিক্ষেপন ছিলো। সেগুলোর পুনরুল্লেখ করে অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রদত্ত রায়ের কপি প্রকাশের আগে তা চুরি থেকে শুরু করে, সাক্ষী হত্যা, দলিলপত্রে ডিজিটাল জালিয়াতি, পাঁচ বিদেশী সাক্ষীর ভূয়া পাঁয়তারা এবং সব শেষে এসে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জাল এ সবই করা হয়েছে সাকার পক্ষে। এমনকি শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে কি চাইবে না সেটা নিয়েও ঝুলাঝুলি করেছে সময় কেনার জন্য।

এবার তা'হলে একনজরে দেখে নেয়া যাক মুজাহিদের অপরাধ এবং দন্ড সমূহ। সাতটি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটি অভিযোগে মুজাহিদকে সাজা দেন ট্রাইব্যুনাল। তিনটি অভিযোগে মৃত্যুদন্ড, একটিতে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একটিতে পাঁচ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে চারটি অভিযোগ আপিল বিভাগে প্রমাণিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের অভিযোগে (৬ নম্বর) মুজাহিদের মৃত্যুদন্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। এ ছাড়া বাকচরে হিন্দুদের হত্যা ও নিপীড়নের অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল মুজাহিদকে মৃত্যুদন্ড দিলেও আপিল বিভাগ তা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন। ফরিদপুরের রণজিৎ নাথকে আটক রেখে নির্যাতনের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া পাঁচ বছরের কারাদন্ড এবং নাখালপাড়া সেনাক্যাম্পে শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা রুমী, বদি, আজাদ, জুয়েলকে নির্যাতন ও পরে হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বহাল রাখা হয়। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন অপহরণ ও হত্যার অভিযোগ (১ নম্বর) থেকে মুজাহিদকে খালাস দেন আপিল বিভাগ। ট্রাইব্যুনাল এই অভিযোগটি বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযোগের সঙ্গে মিলিয়ে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন।

২০০৭ সালের ২৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে মুজাহিদ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। অতীতেও কোন যুদ্ধাপরাধী ছিল না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ক'টি রায়ে নিজেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ও দন্ডিত হলো।

এমন দুই জঘন্য অপরাধীর জন্য তাদের পাকি বন্ধুদের কুম্ভীরাশ্রুর কোন শেষ নেই। এমন কি তাদের মৃত্যুদন্ড নিয়ে পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আমাদের বিচার বিভাগ এবং সরকারের সমালোচনা করে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে। ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ায় শুধু পাকিস্তানের সরকারই নয়, সে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পত্র-পত্রিকাগুলোও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে।

প্লেবয়খ্যাত সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফ ফাঁসির প্রতিবাদ করে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদে একটি প্রস্তাব এনেছে। এতে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি সমর্থনকারীদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

ওদিকে পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর পাকিস্তান সরকারের এ ঘৃণ্য আচরণের সমালোচনা করে বলেছেন তাঁর সরকার এই আচরণের মাধ্যমে শুধু এটাই প্রমাণ করল যে, বাংলাদেশে যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তারা আসলে ছিল রাজনৈতিক চর, তারা কাজ করছিল পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য।"

সাকা ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়ায় ঢাকায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার সুজা আলমকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদে বলা হয়েছে পাকিস্তান যা করছে তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সামিল যা অতীতে কাদের মোল্লা এবং কামরুজ্জামানের ফাঁসির ক্ষেত্রেও করেছে। ভবিষ্যতে এহেন আচরণ বাংলাদেশ আর বরদাস্ত করবে না। প্রতিবাদে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে পাকিস্তানের বর্বরচিত গণহত্যার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে করা মন্তব্যের স্বপক্ষে সাফাই গেয়ে বাংলাদেশের প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে যুদ্ধাপরাধী সাকা-মুজাহিদের ফাঁসির পর পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ ভিত্তিহীন মন্তব্য করে অমূলক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। উল্টো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মানহানীর অভিযোগ এনেছে বর্বর এ দেশটি।

পাকিস্তানে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তাঁকে জানানো হয় বাংলাদেশের 'ভিত্তিহীন' এবং 'অমূলক' অভিযোগ পাকিস্তান অস্বীকার করছে। এমনকি পাকিস্তান দাবী করছে তারা একাত্তরে কোন গণহত্যা করেনি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করে পাকিস্তানের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা অতীত ভুলে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। অথচ দুঃখজনক যে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে'।

একাত্তরের নৃশংসতা অস্বীকার করে পাকিস্তানের দেয়া অসত্য বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দেশে বিদেশে। দল-মত নির্বিশেষে সবাই ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনারও আহবান জানানো হয়েছে। আসলেই কী আমাদের কোন প্রয়োজন আছে ওদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখার? ওরা ভুল স্বীকার করে কখনো কী ক্ষমা চেয়েছে? উল্টো বিগত ৪৪ বছর ধরে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই অর্থ, অস্ত্র এবং পরামর্শ দিয়ে ওদের বাংলাদেশী এজেন্টদের (যেমন ছিল সাকা-মুজাহিদ) সহযোগিতায় একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রতিশোধ নিতে। দেশে যত জঙ্গী হামলা হয়েছে আমাদের র‍্যাব গোয়েন্দারা তাদের রিমান্ডে নিয়ে জানতে পেরেছেন তার অধিকাংশ সাহায্য সমর্থন এসেছে পাকিস্তান থেকে। তারা চায় আমাদের দেশটা যেন তাদের দেশের মত একটা বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়। ওদের এজেন্ট জামাত-জঙ্গীদের দিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমাদের দেশের নিয়ন্ত্রন নেয়ার দুঃস্বপ্নে ওরা বিভোর। ওদের এ স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা কোনদিন ফলপ্রসূ হতো না যদি আমাদের মধ্যে ওদের প্রেতাত্মাগুলো না থাকতো। এ প্রেতাত্মা গুলোকে দেখা যায় ক্রিকেটের মাঠে, কাবুলী কুর্তা সেলোয়ার কামিজে আর অশুদ্ধ ভাবে বাংলা হিন্দী আর উর্দূ মিশ্রিত জগাখিচুরী এক ভাষায় পাকিদের দেখলে ছ্যাবলামী করতে। কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধের সাথে সাথে এই

বেঈমানী আচার-আচরণ গুলোও আমাদের বন্ধ করতে হবে। ইসরাইলের সাথে আমাদের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই তাতে কি আমরা পথে বসেছি না বিশ্বজোটে একঘরে হয়ে গেছি? পাকিরা যেহেতু আমাদের ক্ষতি ছাড়া কোন কাজে আসে না তখন ওই জাতশত্রুর সাতে "ইসকে লায়লা' দেখানোর দরকারটা কিসের? সেই প্রবাদটার কথা মনে হলো - 'মাছ খাইছে খাক বিলাইয়ের মনতো বুঝলাম'। চুয়াল্লিশ বছরেও যখন ওদের পরিবর্তন হয়নি, চুয়াল্লিশ বছরেও যখন ওরা ওদের কৃতকর্মের জন্য কোন ধরণের ক্ষমা চায়নি তখন সাকার ভাষায় বলি "তালাক দেয়া বউয়ের সাথে কেউ সংসার করে না"। এক সময়ে তার ম্যাডামকে ছেড়ে চলে যাবার সময় এটাই ছিলো সাকার উক্তি।

সাকার বন্ধু মুজাহিদকে এক সময়ে মুক্তিযুদ্ধে তাদের (রাজাকারদের) কৃতকর্মের কথা তুলে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে মুজাহিদ বলেছিলো "ওসব ভুলে যান পাস্ট ইজ পাস্ট"। আজ মুজাহিদকে বলতে চাই হ্যালো মিস্টার বদর প্রধান বাংলার মাটিতে পাস্ট ইজ প্রেজেন্ট এ্যান্ড উইল বি প্রেজেন্ট টিল উই ফিনিশ অল দ্য ট্রায়ালস।